<BNL07><Literature><Novel.....><1982><Book.><ক্রান্তদ><অন্নদাশং><10263>

" কেটে গেছে বছর এগারো বারো । দুলাল তখন বেঁচে । আহা , বেচারা দুলাল । " বিনিতা সিনহা রুমালে চোখের জল মোছেন ।

" হ্যাঁ আমারও মনে আছে , মিসেস সিন্হা । " মানস স্মরণ করে ।

" আবার মিসেস সিন্হা কেন , তখন তো মাসিমা বলতে । দুলাল ছিল তোমার প্রাণের বন্ধু । তা তার শাশুড়ী কেমন করে তোমার পর হয় ? " অকাট্য যুক্তি ।

" এখন মনে পড়ছে মাসিমা । " মানস শুধরে নেয় ।

" কিন্তু তোমাকে তো ওদেশে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না , স্বপন । তোমাকে তুমি বলছি বলে কিছু মনে করছ না তো ? " বিনীতা বিনীতভাবে বলেন ।

" না , মিসেস সিনহা । তুমি না বলে আপনি বললেম্প বরং কষ্ট পাবো । আপনার মেজ জামাম্প আমার দাদার মত । একসঙ্গে কত মামলায় লড়েছি । কখনো কখনো বিপক্ষেও । আপনি আমার পূজনীয় । " স্বপনদা মিসেস নন্দীর দিকে চেয়ে বলেন , " আপনিও । "

" তা হলে শোন বাবা স্বপন । তুমি আমাকে মাসিমা বলে ডাকতে পারো । আর আমার শোভনা দিদিকেও । তোমাদের দুজনকে দেখে আমি যে কত খুসী হয়েছি তা কি বলবার ? কিন্তু তোমাকে কি আমি আগে কোথাও দেখেছি , বলতে পারো ? চেনা চেনা ঠেকছে কেমন । " বিনীতা মাসিমা শুধান ।

" আমিও তাম্প ভাবছি । কিন্তু আপনারা যে সময় বিলেতে যান তার আগেম্প আমি স্পউরোপ ছাড়ি । আমার চার বছরের মেয়াদ পার হয় । বেশীর ভাগ সময় থাকতুম কন্টিনেন্টে । মাঝে মাঝে লণ্ডনে গিয়ে ফর্ম রাখতুম । তা হলে আপনাকে দেখেছি আরো আগে কিংবা পরে । কিন্তু কোথায় ও কবে ? " স্বপনের জিজ্ঞাসা ।

" আচ্ছা তুমিস্প সেস্প বিশ বছর আগেকার তরুণ চিত্রকর স্বপন নাগ না ? ফোর অাঁস ক্লাবের বৈঠকে প্রায়স্প যোগ দিতে ? চেহারা বদলে গেলেও চেনা যায় । " বিনীতা মাসিমা বলেন ।

" আপনি যার কথা বলছেন তার নাম গোকুল নাগ । আমরা তো নাগ নস্প , গুপ্ত । আর আমি তো চিত্রকর নস্প , সাহিত্যিক । " স্বপনদা শুধরে দেন ।

" হ্যাঁ , হ্যাঁ , তুমি কী যেন একা নভেল লিখে খুব নাম করেছিলে । কিন্তু তারপর তুমি কোথায় হারিয়ে গেলে । ক্লাবাও উঠে গেল । এখনো আমি ভুলতে পারিনি সেস্প শক্ । বুঝলে দিদি । এরা কজন মিলে যে চমত্কার ক্লাবা গড়ে তুলেছিল তার সুযোগ নিয়ে লীলাখেলা শুরু করে দেন অন্য কয়েকজন । তারা বয়েসে বড়ো । বিবাহিত বিবাহিতা । ছেলেমেয়ের বাপ মা । একদিন শোনা গেল ক্লাবের প্রাণপ্রতিমা সুষি চ্যাার্জী ও প্রবীন সদস্য শিবু গোস্বামী স্পলোপ করে উধাও । এদের বয়েসী কুমার কুমারী হলে কেউ শক্ পেতো না । কিন্তু দুজনেরস্প ঘরে বর আছে বউ আছে , ছেলেমেয়ে আছে । কী ঘেন্না । এর পরে কী ক্লাব চলতে পারে ? সবাস্প সবাস্পকে সন্দেহ করতে শুরু করে । কার মনে কী আছে কে জানে । তোমার

কি সে সব কথা মনে আছে স্বপন ? " জুলির মা শুধান ।

" আছে বস্পকি মাসিমা । কিন্তু ক্লাবের কল্যাণে কয়েকটি ভালো বিয়েও তো হয়েছিল ।

যেখানেস্প কিছু ভালো সেখানেস্প কিছু মন্দ । এাস্প তো দুনিয়ার রীতি । আমাদের ক্লাবও

তার ব্যাতিক্রম নয় । এ রকম ঘনা কোথায় না ঘছে ? সেকালের সবচেয়ে সুন্দরী যে হেলেন , আর সবচেয়ে সুপুরুষ যে পারিস তারাও তো স্পলোপ করে পালিয়ে যান ।

তাম্প নিয়ে বেধে যায় ট্রয়ের যুদ্ধ । আর সেম্প যুদ্ধ নিয়ে অমর কাব্য স্পলিয়াড রচনা
করেন হোমার । ওরাও ছিলেন বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা নারী । ওদেরও বয়স হয়েছিল । সন্তানও ছিল হেলেনের । লোহা ানে চুম্বককে আর চুম্বক ানে লোহাকে । ঐা মৈাল নয় , এক প্রকার এলিমৈাল আকর্ষণ । মানুষ অসহায় । " স্বপনদা ব্যাখ্যা করেন ।
" সবচেয়ে সুন্দরী না হোক সুন্দরী ছিল বৈ সুষি । শুধু কি সুন্দরী ? ওর মত শক্তিমতী , করুণাময়ী ও কল্যাণময়ী ক'জন ? আর শিবু ছিল তেমনি শিবতুল্য স্বামী ।
শুধু সুপুরুষ নয় । সেম্প জন্যম্প ওদের পদস্খলন সবাম্পকে তাক লাগিয়ে দেয় । বিলেতে গিয়ে ওরা নাকি খ্রীষ্টীয় মতে বিয়ে করেন । জানিনে কেমন করে দুজনে ডিভোর্স পায় । শুনেছি ওদের নাকি ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে । কিন্তু ঘরে ফেরার পথ বন্ধ ।
শিবু নাকি বিলেতেম্প থেকে গেছে । আর সুষি নাকি মুসৌরিতে নাকি কোথায় হৌৈল
খুলে বসেছে । " মাসিমা যতদূর জানেন ।
তার দিদি এতক্ষন মুখ খোলেননি । আর চুপ করে থাকতে পারেন না । বলেন ,
" বড় লোকের মেয়ে বলে কি সুষি ধরা কে সরা জ্ঞান করত ? শিবু ছিল শিবের মতম্প গরীবের ছেলে । ঝুৌ আভিজাত্যের মোহে পড়ে আপনি মজেছে আর লঙ্কা মজিয়েছে । হি স্পজ আ ব্রোকেন ম্যান । "
" তা যদি বলেন , মাসিমা , তো গোস্বামী সাহেবের প্রথম পক্ষ বনেদী জমিদার বংশের কন্যা । আভিজাত্যের মোহ এক্ষেত্রে অবান্তর নয় কি ? " মানস প্রতিবাদ করে । //

" এবারের সন্ধিটা সেবারকার মত অন্যায় সন্ধি হলে আমি বাধা দেব । অর্থাৎ
ভারত বাধা দেবে । "
মানস প্রীত হয়ে বলে , " তোমার সব কথা আমার না হলেও মোটের উপর
আমারও সেই কথা । জার্মানদের পরাজয়ের গ্লানি মুছিয়ে দিতে হবে , যাতে ওরা
তৃতীয়বার যুদ্ধ বাধাতে না চায় । কিন্তু সেটা বলা যত সহজ করা ততটা সহজ নয় ।
হিটলার যাদের সর্বনাস করবে তারা তার প্রতিশোধ নেবে গোটা জার্মান জাতির উপর
।
যদি না গোটা জার্মান জাতিই সময় থাকতে হিটলারকে ক্ষমতাচ্যুত করে । আর তার
নাত্সীদের চরম শাস্তি দেয় । জার্মান জাতির সহানুভুতি না থাকলে কি ওরা পরের
সর্বনাস করতে পারে । দণ্ড যখন আসবে তখন জার্মানীর উপরেই আসবে । এটা কি
ওরা বোঝে না । তবে এ দুর্মতি কেন । "
স্বপনদার সেই বাঁধা উত্তর । " হিস্টরিক্যাল ডিটারমিনিজম । ঐতিহাসিক নিয়তি ।
জার্মনীতে যত জ্ঞানীগুনী আছেন তত আর কোন দেশে ? বিবেকী পুরুষেরও অভাব
নেই । ইচ্ছে থাকলে উপায় থাকে । যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হওয়া যায় । কিন্তু এক
অপ্রতিরোধ্য নিয়তি জার্মানদের জ্ঞানীগুনী বিবেকীদেরও এই বলে ভুলিয়েছে যে
হিটলার তো জার্মান ভিন্ন আর কারো দেশ আত্মসাৎ করার কথা বলছেন না ।
সারল্যাণ্ড জার্মানীর একাংশ , পোল্যাণ্ডের একাংশও জার্মানভাষী , অস্ট্রিয়া ও
জার্মানীর একাংশ , বোহেমিয়ায় জার্মানভাষী অঞ্চলও জার্মানের একাংশ । তাদের
ধারণা হিটলার ওখানেই দাঁড়ি টানবে । সেটা নিয়তিকে চোখ ঠেরা । হিটলার এখন
বাঁচবার মত জায়গায় ধুয়ো ধরেছেন । আর জায়গা না পেলে নাকি জার্মান জাতি
বাঁচবে না । তাহলে যাদের জায়গা কেড়ে নেবেন তারা কি বাঁচবে ? তাদের অপরাধ
,
তারা জার্মান নয় । জার্মানীর জ্ঞানীগুনী বিবেকীরা চেঁচিয়ে বলছেন না যে এটা তাদের

প্রতি অন্যায় । এম্প স্পস্যুতে তারা জেলে যেতে পারেন । অসিঁয়েস্কি ছাড়া আর কেউ
জেলে গেছেন বলে শোনা যায় না । তিনি তো জেলেম্প দেহরক্ষা করেছেন । নিয়তি ।
নিয়তি ! নিয়তিম্প জার্মানদের চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কুরুক্ষেত্র অভিমুখে । তাদের প্রতিবেশীদেরও । কেন এরকম হল ? আমার মনে হয় সারা স্পউরোপ টাম্পস মাস মানের " ম্যাজিক মাউন্টেনের " স্যানাটোরিয়াম । যেখানে সকলেম্প অসুস্থ । অথচ সকলেম্প চালাক চতুর , সুখভোগে রত । সভ্যতাম্প যেন একটা ব্যাধি । স্পউরোপ সভ্যতার ব্যাধিতে ভুগছে , ডেথ উম্পশ কাজ করছে । যুদ্ধম্প স্পউরোপের নিয়তি ।
যুদ্ধের করোলারি বিপ্লব । বিপ্লবও নিয়তি । যদিও তত্ক্ষণাৎ নয় । "
এরপরে যে যার ঘরে শুতে চলে যায় ।
মানসের পুরাতন সতীর্থ বিজন বর্ধন সাত ঘাটের জল খেয়ে কলকাতায় বদলী হয়েছে । সে এখন বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটের কোন একটা ডির্পাটমেন্টের সেক্রেটারি । তার বাসগৃহ পায়ে হেঁটে গেলে দশ মিনিটের পথ । মানস পরের দিন স্বপনদাকে একা রেখে প্রাতঃভ্রমণে বেরোয় আধঘণ্টার জন্য । বিজনকে একটা চমক দেয় । সে তখন ড্রেসিং গাউন পরে তার বাসগৃহের লনে পায়চারী করছে । সেটাম্প তার একমাত্র ব্যায়াম । মানসকে দেখে ছুটে এগিয়ে এসে হাতে হাত মিলিয়ে ঝাঁকানি দেয় । " কবে এলে ? কম্প , আমাকে তো খবর দাওনি । কোথায় উঠেছ ? কী উপলক্ষে আসা ? যূথিকাকে সঙ্গে এনেছ নাকি ? তোমার তো এখন বদলীর কথা নয় । কে যেন বলছিল তুমি চাকরি ছেড়ে দেবার কথা ভাবছ । পাগল ! " এক নিঃশ্বাসে বলে যায় বিজন আর মানসকে ধরে নিয়ে যায় ড্রয়িং রুমে । মানস উত্তর দিতে চায় ।

একটু পরে গৃহকত্রী উদিতার উদয় । যথারীতি চায়ের আয়োজন । পারিবারিক কুশল প্রশ্ন । প্রশ্নের উত্তরে প্রতিপ্রশ্ন । ওরা ওদের একমাত্র সন্তান সুজনকে দার্জিলিং-এর সেণ্ট পলসে ভর্তি করে দিয়ে এখন ঝাড়া হাত পা । যেখানে খুসী যতবার খুসী বদলী করুক সরকার । ওরা সবসময় তৈরী ।

ওদের বিয়েতে মানসের একটা ভূমিকা ছিল । কনে দেখার জন্য জহুরী হিসেবে সঙ্গে করে নিয়ে যান বিজনের বাবা বর্ধন মশায় । মানস প্রশংসা করে । কর্তা নাকি স্পতিমধ্যে তিনশোটি মেয়ে দেখে নাকচ করেছিলেন ।

ওদিকে মানসের বিয়েতেও বিজনের একটা ভূমিকা ছিল । বিয়ের আগে ততটা নয় পরে যতটা । দুস্প বন্ধুর যৌথ গৃহস্থালীর ভার বিজন যূথিকাকে ছেড়ে দেয় । আর নিজের বিয়ের তারিখ ছয় মাস এগিয়ে দিতে তত্পর হয় । এস্প সব পুরানো কাসুন্দি ঘাঁটতে ঘাঁটতে আর হাসাহাসি করতে করতে আধঘণ্টা কেটে যায় ।

তখন তার ড্রাস্পভারকে ডেকে গাড়ী বার করতে হুকুম দেয় । কথায় কথায় ন্যাশনাল গভর্নমেণ্টের প্রসঙ্গ ওঠে । বিজন বলে , " এখানকার স্পউরোপীয়ানদের সকলের ধারণা এস্প যুদ্ধে গান্ধীজী একজন ডিফিটিস্ট । তিনি নাকি প্রকাশ্যেস্প সন্দেহ ব্যক্ত করেছেন যে এযাত্রা স্পংরেজদের জয় নিশ্চিত । এমন লোকের সঙ্গে নেগোশিয়েট করতে শাসকদের আন্তরিক আপত্তি । তবে গান্ধীজীর উপর আস্থা না থাকলেও কংগ্রেস নেতাদের উপর তাদের ভরসা আছে । " //

" তাদের মতো দাঁড়িয়ে থেকে সাহেব লোকের খানা যুগিয়ে দেব না । আমাদেরও তো মান সম্মান আছে । কী দরকার বাবা , লাটবাড়ীর তল্লাট মাড়ানো । সেখান খানার টেবিলে বসবার জন্য ধস্তাধস্তি করাও হীনতা । কেন আমরা বড়লাটের নিমন্ত্রণ প্রত্যাশা করব । না গেলে কুস্তি শুরু করে দেব ? সংঘর্ষের ভিতরে একটা ঘৃণার ভাব আছে । এমন কী অহিংস আন্দোলনও ঘৃণামুক্ত নয় । ব্যাটাদের হাতে না মেরে ভাতে মারব , গলা ধাক্কা দিয়ে না তাড়িয়ে ধোপা-নাপিত বন্ধ করে তাড়াব ।

ঐাও তো ঘৃণার অভিব্যাক্তি । যাদের আমি ভালোবাসি তাদের আমি ঘৃণা করি কী করে ? গান্ধীজী না হয় পাপকে ঘৃণা করেন পাপীকে নয় , কিন্তু তার নেতৃত্বাধীন জনগণ কি অত সুক্ষ্ম বিচার করতে পারে ? ওদের যদি তাতিয়ে তোলা হয় , মাতিয়ে তোলা হয় , স্পংরেজদের সবাস্পকে ওরা ঘৃণা করবে । এম্প যুদ্ধের মাঝখানেও

তাদের বিব্রত করবে । আশ্চর্য হব না যদি গায়ে হাত দেয় বা দোকানপী জ্বালিয়ে দেয় । আগুন নিয়ে খেলার ঐা সময় নয় । তবে সরকার যদি জোর করে াকা আদায় করে , যুদ্ধের জন্য জওয়ানদের ধরে নিয়ে যায় , আগুন আপনি জ্বলে উঠবে । আমরা কেউ নেভাতে যাব না । তোমার ডিউি , তুমি যেতে বাধ্য । আমি কিন্তু নীরব দর্শক । আমি যাতে বাধ্য না হস্প সেস্প জন্যস্প তো আগে থেকে চাকরি ছাড়তে চাস্প , স্বপনদা । শোনা যাচ্ছে চেম্বারলেনের বদলে চার্চিল নাকি প্রধানমন্ত্রী হবেন । ওর এমন অহংকার যে গান্ধীজী যখন রাউণ্ড বিল কনফারেন্সে রাজ অতিথি হয়ে বিলেত যান তখন উনি তাঁকে স্পীারভিউ পর্যন্ত দেননি । তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন । চার্চিল প্রধানমন্ত্রী হলে গান্ধীজীর সঙ্গে বোঝাপড়া হবার নয় । অথচ চার্চিল প্রধানমন্ত্রী না হলে হিলারের সঙ্গে মোকাবিলা সহজ হবে না । আমি তো চোখে আঁধার দেখছি , স্বপনদা । সাম্রাজ্য পাশ দৃঢ় করাস্প চার্চিলের লক্ষ ।

সাম্রাজ্য পাশ ছিন্ন করাস্প গান্ধীজীর লক্ষ্য । কী করে দুস্প পক্ষের মতের মিল হবে ?

মতভেদ থেকে পথভেদ । পথভেদ থেকে সংঘর্ষ । ঘৃণা এড়াতে পারবে কজন ? ঘৃণার ভাব প্রবল হলে ভালোবাসার ভাবও দুর্বল হবে । আমরা যারা ব্রিনেকে ভালোবাসি , ফ্রান্সকে ভালোবাসি , তারা একদিন কোনঠাসা হব । দুস্প পক্ষস্প আমাদের ভুল বুঝবে । একপক্ষ ভাববে রাজদ্রোহী , অন্যপক্ষ ভাববে দেশদ্রোহী ।

আমার মনের শান্তি যাবে । আমি কি বিঠোফেনের মত বধির যে সেম্প গোলমালের
মধ্যেও নিবিষ্ট চিত্তে সৃষ্টির কাজ করতে পারব ? না , চাকরি থেকে বেরিয়ে এলেও
না । নীরব দর্শক হওয়া আমার স্বভাবে নেম্প । আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় । "
স্বপনদা শুনে বললেন , " ওয়ৈ য়্যাণ্ড সী । "
কথাা মানসের মনে ধরে । " দেখাম্প যাকনা কোথাকার জল কোথায় গড়ায় ।
ওদিকে
যুদ্ধ যাদের মাথার উপরে তাদের তো মাথাব্যথার লক্ষণ নেম্প । যত মাথাব্যমথা
কি ভারতের রাজনীতিক আর ভাবুকদের । তাছাড়া যুদ্ধের সঙ্গে স্বাধীনতাকে
বন্ধনীভূক্ত
না করলেম্প কি নয় ? আর স্বাধীনতার সঙ্গে বিপ্লবকেম্প বা বন্ধনীভূক্ত করা কেন ?
তলে তলে চলছে পাকিস্থানের উদ্যোগ , যাতে স্বাধীনতার লক্ষ থেকে দশ কোি
মুসলমানকে লক্ষভ্র্ষ্ট করা যায় । ওরা লক্ষভ্র্ষ্ট হলে পরে হিন্দুরাও লক্ষভ্র্ষ্ট হবে ।
এর ফলে ব্রিশি সাম্রাজ্য যুদ্ধের পরেও িকে যেতে পারে । কিন্তু ব্রিেনের প্রতি
সহানুভুতি স্পতিমধ্যেম্প ধোঁয়া হয়ে যাবে । "
স্বপনদা তা শুনে বললেন , " আমিও একদা ভাবপ্রবণ ছিলাম , মানষ । কিন্তু চার
বছর স্পউরোপে বাস করে ক্রমে ক্রমে মোহমুক্ত হম্প । দেশ যতদিন পরাধীন থাকে
স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম মানুষকে মহৎ হবার প্রেরণা দেয় । আদর্শবাদী নরনারীতে
শিবির ভরে যায় । কিন্তু যেম্প স্বাধীনতা অর্জিত হল , ওমনি ক্ষমতা নিয়ে
কাড়াকাড়ি
ও হানাহানি । সেম্প আদর্শবাদীদেরম্প কুিস্তত এক চেহারা । যারা শহীদ হল ,
তারা
যদি বেঁচে থাকত , তারাও ক্ষমতার দ্বন্দ্বে অংশ নিতে মহত্ব খোয়াত । অতদূর যেতে
হবে কেন , এম্প ভারতের আি প্রদেশ কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গঠিত হবার পর থেকে

আদর্শবাদীদের চরিত্র বদলে গেছে । ক্ষমতার দ্বন্দ্বে তাদেরও চেহারা মলিন হয়েছে । কেন্দ্রীয় সরকার হলে পরে দেখবে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব তাদের চরিত্রভ্রষ্ট করবে । তখন তাদের চেহারা দেখে তুমি শিউরে উঠবে । কংগ্রেস যদি আবার সংগ্রামে নামে তাহলে
তার স্পমেজা কতকা ফিরে পাবে । কিন্তু সে সংগ্রাম যদি দীর্ঘমেয়াদী না হয় , যদি তার আগেস্প দম ফুরিয়ে যায় , যদি ক্ষমতার ছিটেফোঁটা পেয়েস্প দক্ষিণপন্থীরা রণে ভঙ্গ দেয় , আর বামপন্থীরা স্পংরেজদের বিরুদ্ধে না লড়ে তাহলে তোমারও মোহভঙ্গ
হবে । স্পংরেজীতে আরো একা বচন আছে । থিঙ্গস্ আর নৈ হোয়া দে সীম । এস্প যুদ্ধে স্পংরেজ বা ফ্রান্স ধোয়া তুলসীপাতা নয় । জার্মানীও নয় গুয়ে গ্যাঁদালপাতা ।
চেম্বারলেনও নন দেবতা । হিটলারও নন অসুর । যুদ্ধটা যে ডেমোক্রাসীর স্পস্যুতে ডিকটেরশিপের সঙ্গে হচ্ছে ঐটাও উপর থেকে দেখতে , আসলে তা নয় । স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত । তুমি আর আমি কেন জড়িয়ে পড়তে যাস্প । তবে ঐটাও আমি বলব যে স্পংরেজদের হেরে যেতে দেখলে আমি গভীর ব্যথা পাবো , ফরাসীদের বেলাও তাস্প । না , আমি একেবারে পরাজয় চাস্পনে । "
" আর জার্মানদের হেরে যেতে দেখলে ? " মানস জেরা করে । //
মানসকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম কক্ষে বসতে বলে গান্ধীজীকে সংবাদ পাঠায় সৌম্য । একজন স্বেচ্ছাসেবক এসে দুস্প বন্ধুকে তার পর্ণ কুটীরে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় ।
" বাপুজী , সৌম্য মানসের পরিচয় দিয়ে বলে , মাস কয়েক আগে আমার বন্ধুর পুত্রবিয়োগ হয় । শোকে সান্তনার জন্য তিনি অনেক ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন । কিন্তু কোথাও পান না সেস্প রহস্যের নিরসন যার জন্য নচিকেতা হয়েছিলেন যমরাজের অতিথি । একালে এ জগতে আপনার চেয়ে বড় সত্যদ্রষ্টা কে ? তাস্প আপনার

দর্শনপ্রার্থী হয়ে এসেছেন । " কথাবার্তা স্পংরেজীতেস্প হয় ।
মহাত্মা অন্তরের তলে তলিয়ে যান । তার চোখে ফুটে ওঠে এক অসাধারণ দ্যুতি । চোখের তারা যেন আকাশের তারা । অনেকক্ষন মৌন থেকে করুণাঘন কণ্ঠে বলেন , " মৃত্যুর উপরে কারো হাত আছে ? স্পজ দেয়ার এনি হেল্প ? "
মানস উপলব্ধি করে যে তিনিও তার সহানুভবী । বেদনায় তার মুখমণ্ডল পাণ্ডুর । সান্ত্বনার বানী তার কণ্ঠে নেস্প । মনে হয় তিনি একজন স্টোস্পক । দুঃফশোক অকাতরে বহন করতে সক্ষম । কিংবা গীতা কথিত স্থীতপ্রাজ্ঞ । সুখদুঃখ দুস্প তার কাছে সমান । যেন মুর্তিমান বুদ্ধ । মানবমহিমায় অবিচলিত ।
মানস তাকে একমনে নিরীক্ষণ করে । তার হয়ে সৌম্য আবার বলে , " দেশ যখন দুস্প বিপরীত শিবিরে ভাগ হয়ে যাচ্ছে , স্পংরেজের আর কংগ্রেসের , তখন আমার বন্ধু বিপরীত শিবিরে থেকে দমন-নীতির ভাগী হতে অনিচ্ছুক । তাস্প সরকারী চাকরী থেকে বেরিয়ে আসার কথা ভাবছেন । "
গান্ধীজী খোঁজ করেন মানস এখন কোন পদে অধিষ্ঠিত । তার উত্তর শুনে শুধু তার উক্তির পুনরাবৃত্তি করেন । নিজের মতামত ব্যক্ত করেন না । মানসের ব্যক্তিগত জিজ্ঞাসার এস্পখানেস্প স্পতি । সে আর মহাত্মার সময় নষ্ট করতে চায় না । শুধু জানিয়ে দিতে চায় যে তারও হিংসার উপর বিশ্বাস টলেছে ।
" মহাত্মাজী ব্রিটেনের কী হবে জানিনে , কিন্তু ফ্রান্স তো মনে হচ্ছে শেষ হবে । ভায়োলেন্স কোন কাজে লাগল ? "
" আমিও তো তাস্প জিজ্ঞাসা করি । ভায়োলেন্স কোন কাজে লাগল ? " তিনি মানসের উক্তির পুনরুক্তি করেন । তাকে অন্যমনস্ক দেখায় ।
সে কুঁীরে আরো একজন ছিলেন । তিনি বাপুর সহধর্মিনী কস্তুরীবাস্প । তিনি বসেছিলেন ঘরের এক কোনে । দেখতে যেন কনে বউটি । সম্পূর্ণ নির্বাক ।
আর বাপুজী বসেছিলেন দেওয়ালের দিকে পিঠ করে একটি নিচু ডেস্কের সামনে

মেজেতে মাদুরের উপর । সৌম্য ও মানসের মুখোমুখি ।
যূথিকা মানসকে মানা করেছিল রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে । তা হলেও একটা কথা তার মাথায় ঘুরছিল । পনের মিনিট কেন , দশ মিনিট না হতেস্প সৌম্যর স্পঙ্গিতে সে উঠে দাঁড়ায় । দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে সবিনয়ে নম্রভাবে নিবেদন করে , " মহাত্মাজী , আমার অন্তরের প্রার্থণা আপনি আরো সাত আট বছর বেঁচে থেকে ফেডারেশনটা হাসিল করে দিয়ে যান । "
তিনি ধন্যবাদ জানিয়ে মৃদু হেসে হাত জোড় করেন । মানস আর সৌম্য তাকে ও কস্তুরীবাস্পকে প্রণাম করে কুটীর থেকে নিস্ক্রান্ত হয় । গান্ধী দর্শন যেন গঙ্গায় অবগাহন । দেহমন পবিত্র হয় ।
সৌম্য এরপরে মানসকে আরো কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় । তাদের একজন সর্দার বল্লভ ভাস্প প্যাটেল । তেল মেখে গামছা কাঁধে গঙ্গাস্নানে যাচ্ছেন । খুবস্প নম্র ও বিনীতভাবে মানসের সঙ্গে কথা বলেন । দেখে মালুম হয় না যে উনি দেশের হর্তাকর্তা ছিলেন । কিন্তু মন্ত্রীদের পদত্যাগের পর কেমন যেন চুপসে গেছেন । মনে হয় যেন মাটির মানুষ ।
" স্ট্রিক্ট শুধু নয় , স্ট্রিক্টলি অনেস্ট । " সৌম্য আড়ালে গিয়ে বলে । " বাপুর দক্ষিণ হস্ত । কিন্তু পার্লামেন্টের ব্যাপারে । সে ব্যাপারতো আপাতত শিকেয় তোলা । কমসে কম সাত বছরের জন্য । এবার যে পর্ব আসছে তাতে তিনি তার দক্ষিণ হস্ত নন । সত্যাগ্রহ তো শুধু বারডোলি তালুকায় নিবদ্ধ থাকবে না । ভারতময় প্রসারিত হবে । দক্ষিণ হস্ত যিনি হবেন তাকে হতে হবে কট্টর অহিংসাবাদী ও নীতিগতভাবে যুদ্ধবিরোধী । "
এর কোনোস্প দক্ষিণপন্থীরা নন । বামপন্থীরাতো ননস্প । বৃথা দুপক্ষের অন্তর্দ্বন্দ্ব ।
এর পরে ওরা ভোজন শালায় গিয়ে হাজার জনের সঙ্গে পঙক্তি ভোজনে বসে । মানসের একপাশে একজন চাষী মুসলমান , সৌম্যর ওপাশে একজন চাষী নমশূদ্র ।

জাত ধর্মের বিচার নেম্প । পুরীর শ্রীক্ষেত্রের চাম্পতেও উদারতম মিলনক্ষেত্র । পরিবেশকরা কেউ হিন্দু , কেউ মুসলমান , হরিজনও তাদের মাঝে আছে । তেমনি পাচকদের মধ্যেও । তবে আহার্য বলতে খিচুড়ি ও ঘেঁ । সঙ্গে একা চা'নী । সমস্তাম্প নিরামিষ ।

খেতে খেতে সৌম্য জিজ্ঞাসা করল , " বাপুজীকে কেমন দেখলে ? "

" আর একি ধ্যানীবুদ্ধ । দশমিনিটের মধ্যে সাত মিনি কি আ মিনিম্প নীরব শ্রোতা । বাক্য উচ্চারণ করেছেন সবসুদ্ধ চারি কি পাঁচি । ঐা কি শুধু আমাদের বেলা না , সকলের বেলা ? " মানস জানতে চায় । //

" হিন্দুদেরম্প সংগ্রাম । মুসলমানীদের নয় । মৌলনা সহেবকে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট করে আমরাও দুনিয়াকে দেখাতে চাম্প যে আমাদের সংগ্রাম হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে ভারতীয়দের সকলের সংগ্রাম । স্বাধীনতা সকলের জন্য । মৌলনা সাহেবের মতো অত বড় একজন মুসলিম শাস্ত্রবিদকে কাফের বলার ধৃষ্টতা কার হবে ? আর কেউ না দিক , সীমান্তের মুসলমানরা সাড়া দেবে ঠিক । "

কংগ্রেসের রামগড় প্রস্তাবের কালি শুকাতে না শুকাতে মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব ।

প্রস্তাবক ফজলুল হক সাহেব । মুসলিম প্রধাণ অঞ্চলগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্রের পরিকল্পনা । একি উত্তর পশ্চিমে , অপরি উত্তর পূর্বে । পাকিস্থান নামি অনুল্লিখিত । তবু পাকিস্থান নামি প্রচারিত ।

" খোন্দকার জাফর হোসেনের চোখে মুখে হর্ষ । ফেডারেশন হবে না মল্লিক । হতো , যদি রাজকন্যারা যোগ দিতে রাজী হতেন । যোগ দিয়ে কংগ্রেস ও লীগের ব্যালান্স রাখতেন । তারা বিমুখ না হলে লীগও বিমুখ হতো না । ব্যালান্স রক্ষার জন্যম্প অত্যাবশ্যক হিন্দু নেশনের জন্য হিন্দুস্থান আর মুসলিম নেশনের জন্য পাকিস্থান । নম্পলে স্পংরেজকেম্প চিরকাল থেকে যেতে হয় । নো পাঁশিন নো স্পণ্ডিপেন্ডেন্স ।

"

মানসের চোখে মুখে বিষাদ । " পলাশীর যুদ্ধে স্পংরেজদের জয় হয়েছিল , খ্রীস্টানদের নয় । তাদের রাজত্বকে লোকে স্পংরেজের রাজত্ব বলে জানে , খ্রীস্টান রাজত্ব

বলে নয় । স্পংরেজদের সঙ্গে লড়তে গেলে ভারতীয় বলে পরিচয় দিতে হয় , হিন্দু বা মুসলমান বলে নয় । দুস্প শতাব্দী ধরে আমরা এস্প লাস্পনেস্প ভেবেছি , কাজ করেছি । স্পংরেজ চলে গেলে আমরা দুস্প শতাব্দী পেছিয়ে যেতে পারিনে । সৌ সম্ভবও নয় সঙ্গতও নয় । পাকিস্থান প্রস্তাব হচ্ছে মধ্যযুগে ফিরে যাবার প্রস্তাব । লীগপন্থীরা মধ্যযুগের সম্মোহনে মুগ্ধ হতে পারেন , কিন্তু মুসলমানরা সবাস্প তো লীগপন্থী নন । কংগ্রেসপন্থী আছেন , কমিউনিষ্ট আছেন । তারা তো আধুনিক যুগেস্প থাকতে চান । রাজপরিবর্তনকে তারা মধ্যযুগে প্রত্যাবর্তন মনে করেন না । পাকিস্থান হলে সৌ হবে ওদের গোরস্থান । এদের অনুগামীরা কি রাজী হবে হোসেন ? "

" নিজের ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান খুঁজে না পেয়ে মানস অস্থির হয়ে উঠেছিল । আপাতত চার মাসের ছুটিতে যাবে , শান্তিনিকেতনে গুরুদেবের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করবে ছুরি পরে চাকরি ছাড়োবে না রাখবে । "

" সেস্প ভালো । " সৌম্য তা শুনে সমর্থন করে । " অত বড়ো একা ব্যাপারে মনঃস্থির ও কী পরিণাম চিন্তা না করে কাজ করা উচিত নয় । আমরাও কি পারছি মনঃস্থির করতে ? এ যাবৎ যত বার আমরা লড়েছি একি ফ্রন্টেস্প লড়েছি । আবার যদি লড়তে হয় , তো লড়তে হবে দুি ফ্রন্ট । ব্রিশি ফ্রন্ট তথা লীগ ফ্রন্ট । লাহোর প্রস্তাবের তাত্পর্য্যস্প হলো দ্বিতীয় ফ্রন্টের হুমকি । আমরা যদি ভয় পেয়ে রণে ভঙ্গ দিস্প তবে স্পংরেজ রাজত্ব থেকে গেল । তখন কোথায় স্বাধীনতা আর কোথায় পাশিন । যদি ভয় না পেয়ে সংগ্রামে নামি তবে রাজশক্তির সঙ্গে

নয় , মুসলিম জনতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে । মুসলিম লীগের সৃষ্টি হয়েছিল কংগ্রেসকে মুসলিম শুন্য করতে । বকশিস , ওদের জন্য সেপারৈ স্পলেকৌরৈ । এবার তার ভূমিকা কংগ্রেসের সংগ্রামকে মুসলমানবর্জিত করা । বকশিস , ওদের জন্য সেপারৈ সৈ বা সৈস । বাপুতো বলেছিলেন একমাসের মধ্যেস্প সংগ্রামের ডাক দেবেন । এখন বলছেন তার আগে হাজারবার ভাববেন । আমরাও তাস্প কূলে বসে ঢেউ গুনছি । ডাক এলেস্প ঝাঁপ দেবো । "

" তা জুলির কী হবে , দাদা ? " যূথিকার সেস্প একস্প ভাবনা ।

" জুলি যদি আমার হয়ে থাকে তবে আমার অনুব্রতা হবে । কিন্তু ওর দাদাদের মতিগতি ওরা বোধহয় এক্ষুনি ঝাঁপিয়ে পড়বেন । ওদের কথায় জুলিও । "

সৌম্য একু থেমে আবেগের স্বরে বলে , " যুদ্ধকালে বিপ্লবীদের বিচার তো ফৌজদারী আদালতে হয় না । হয় সামরিক আদালতে । তারপরে ফাঁসী কি দীপান্তর । "

" না , না , না । " যূথিকা কাতর স্বরে অনুনয় করে । " তুমি ওর হাত চেপে ধরো সৌম্যদা । "